তারিখ ..... 3 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

চবি প্রশাসনে অযোগ্য লোকের ছড়াছড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দফতরগুলোতে অযোগ্য ও বিতর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি। তাদের অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও ফাঁকিবাজির ফলে পুরো প্রশাসনে বিরাজ করছে লেজেগোবরে অবস্থা। ফলে শিক্ষা প্রশাসন ও আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌত্রিশটি শিক্ষা বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ছয় শতাধিক শিক্ষক ও প্রায় ষোলো হাজার শিক্ষার্থীর জন্য প্রশাসনিক জনবল প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে ২৮০ কর্মকর্তা এবং প্রায় ষোলো শ' তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। এ ছাড়া নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগকৃত এ্যাডহক ও মাস্টার রোলের কর্মচারী আছে তিনি শতাধিক। এই মাথাভারি প্রশাসনের পিছনে ব্যয় হচ্ছে বার্ষিক বাজেটের বিরাট অংশ। কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষা ও প্রশাসনিক অগ্রগতি নেই। বরং রেজিস্ট্রার অফিস, গ্রন্থাগার, কন্ট্রোলার, প্রকৌশল বিভাগ, হিসাব বিভাগ, চিকিৎসা কেন্দ্র, একাডেমিক সেকশন, নিরাপত্তা, তথ্য বিভাগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অফিসেই বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। এজন্য সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে উপযুক্ত কর্মকর্তার অভাবের কথাই আলোচিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এক জরিপে দেখা গেছে, বর্তমান ২৮০ কর্মকর্তার মধ্যে অন্তত ২৫০ জনেরই চাকরি শুরু হয়েছিল টাইপিস্ট-পিয়ন পর্যায়ে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে। তারাই এখন একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সহকারী রেজিস্ট্রার, সেকশন অফিসার বা অনুরূপ পদে আসীন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চবিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি ও নীতিমালা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে আত্মীয়তা ও তদ্বির। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অর্ধশিক্ষিত বেকার আত্মীয়স্বজন বা অনুরূপ রাজনৈতিক কর্মীরা প্রথমে এ্যাডহক বা মাস্টার রোলে নিয়োগ পায়। পরে তারাই উন্নীত হচ্ছে নির্বাহী পদে।

বর্তমান ২৮০ কর্মকর্তার মধ্যে ২৫০ জনই ছিলেন টাইপিস্ট পিয়ন অথবা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুসারে প্রশাসনের নির্বাহী পদগুলোতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া চবিতে বন্ধ রয়েছে বহু বছর। রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার, গ্রন্থাগারিক, ডেপুটি রেজিস্ট্রার তথা ডেপুটি রেজিস্ট্রার, একাডেমিক, হিসাব নিয়ামক, ক্রীড়া পরিচালক, নিরাপত্তা প্রধান, পরিবহন পরিচালক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে বছরের পর বছর। শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন মহল এসব পদে স্থায়ী নিয়োগের দাবি জানিয়েছে একাধিকবার। সর্বশেষ ২০০১ সালের জুলাই মাসে পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। তাতে অনেকেই আবেদন করেন। ইতোমধ্যে দুই বছর পার হয়েছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে নিয়োগ বন্ধ। ফলে প্রতিটি অফিসেই বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কখন অফিসে আসেন কখন যান কেউ জানে না। অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সময় কাটে উর্ধতনদের তোষামোদ বা লেজুড়বৃত্তি করে। ফাঁকিবাজি ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে প্রত্যেক অফিসে পড়েছে ফাইলের স্তূপ। সংশ্লিষ্টদের কর্তব্যজ্ঞান সম্পর্কে সতর্ক করে রেজিস্ট্রার অফিস থেকে একাধিকবার নোটিস ইস্যু হয়। কিন্তু ফল হয়নি। ফলে চেন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।